দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা

প্রান্ত থেকে

১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, প্রকাশকাল জুন ২০২৩

[মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনের লক্ষ্যে দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা ১৯৭২ সালে বিচ্ছিন্ন হাতিয়া দ্বীপে কার্যক্রম শুরু করে। প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই এই সংস্থা ত্রাণ পুনর্বাসন, দুর্যোগে সাড়াপ্রদানসহ কর্মসংস্থান ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। পাশাপাশি বিগত দুই দশক ধরে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের সহায়তায় প্রায় ৫০,০০০ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। সাম্প্রতিক বছরসমূহে পিকেএসএফ-এর সহায়তায় বাংলাদেশের উপকূলে জলবায়ু সহিষ্ণু জীবিকায়নের লক্ষ্যে কৃষিজ ও অকৃষিজ আয়বর্দ্ধনমূলক কর্মকান্ডের সম্প্রসারণ, সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানে লাগসই কর্মসূচি, খাদ্য ও পুষ্টি যোগানে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ উন্নয়নে প্রযুক্তি প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা এমন একটি দেশের স্বপ্ন দেখে যেখানে শ্রেণি, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই সমঅধিকার, স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার পাবে এবং একটি ন্যায়সঙ্গত ও লিঙ্গ ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থার সৃষ্টি হবে।]

গবাদিপশু পাখির সুরক্ষা ও দরিদ্র পরিবারগুলোর ঝুঁকি প্রশমন

১. দরিদ্র মানুষের সম্পদ, দক্ষতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্বিপাকে জীবন ও সম্পদ হারানোর ঝুঁকির পাশাপাশি রোগবালাই এর প্রাদুর্ভাবে উপকূলীয় দরিদ্র মানুষের সম্পদ গবাদি পশু-পাখির মৃত্যু ঝুঁকি থাকে। এই মৃত্যুর ফলে দরিদ্র মানুষ ঘুরে দাঁড়াতে পারে না বরং নতুন করে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

দারিদ্রের এই চক্রকে ভেঙে দিতে, দরিদ্র মানুষের সম্পদ সুরক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা গবাদি পশু-পাখির সুরক্ষা, মৃত্যু ঝুঁকি হ্রাস, স্থানীয় নারী ও পুরুষের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যকে সামনে রেখে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহায়তায় হাতিয়া উপজেলায় জুন ২০২০ থেকে 'গবাদি প্রাণির মৃত্যু ঝুঁকি কমানো ও সুরক্ষা' প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে।

২. প্রেক্ষাপট

স্বাধীনতার পর থেকে বিচ্ছিন্ন হাতিয়া দ্বীপে কাজ শুরু করার সময় দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার লক্ষ্য ছিল ৭০ এর ঘূর্ণিঝড় পীড়িত ও সদ্য স্বাধীন দেশের মানুষের ক্ষুধামুক্তি এবং বেকারত্ব ও ত্রাণ নির্ভরতা কমিয়ে স্থানীয় মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

এ প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধা মো: রফিকুল আলম বলেন, স্বাধীনতার পরে হাতিয়া, মনপুরা দ্বীপের মানুষ তিনবেলা খেতে পারতো না। ত্রাণের জন্য লাইন দিয়ে থাকতো এমনকি কাফনের কাপড়ের জন্য আসতো। এ অবস্থা নিরসনের জন্য আমরা স্থানীয় কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা ও স্থানীয় যুবকদের সম্পৃক্ত করে হাতিয়া দ্বীপে রেডক্রসের সেবা কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত হই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও বেকার যুবকদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী পালনের জন্য আর্থিক সহযোগিতাসহ খামার ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ দেয়ার কাজ শুরু করি। এরই ধারাবাহিকতায় অদ্যাবদি হাতিয়াসহ নোয়াখালীর বিস্তীর্ণ চরাঞ্চলে গড়ে উঠেছে হাজার হাজার খামার ও গবাদিপণ্য উপজাত বিভিন্ন উদ্যোগ যেমন, চামড়া, মাংস, দুধ, দই, ঘি, মিষ্টি ইত্যাদি। যা বর্তমানে হাতিয়া দ্বীপে বসবাসরত ৫ লক্ষাধিক জনগোষ্ঠীর ডিম, দুধ ও মাংসের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের চাহিদা মেটাচ্ছে। এ সংস্থা জন্মলগ্ন থেকেই পিছিয়ে থাকা ও পিছিয়ে পড়া মানুষের অন্তর্ভূক্তিমূলক উন্নয়নে জোর দিয়েছে।

৩. গবাদি প্রাণির সুরক্ষা প্রকল্প বা এলআরএমপি কী?

স্ট্রেনথেনিং রিজিলিয়েন্স অব লাইভস্টক ফার্মারস থ্রু রিস্ক রিডিউসিং সার্ভিসেস-এলআরএমপি প্রকল্পটি পিকেএসএফ, সুইডিস ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন এজেন্সি-সিডার সহায়তায় বাংলাদেশের ৩৯টি জেলায় বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের লক্ষ্য হচ্ছে, স্থানীয় এনজিওদের প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কার্যক্রমের দক্ষতা বৃদ্ধি, বৃহৎ ও ক্ষুদ্র খামার ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি। সর্বোপরি দুর্যোগ, দুর্বিপাকে গবাদি পশু-পাখির মৃত্যুঝুঁকি কমিয়ে আনতে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

এই প্রকল্পে ঋণ দেয়ার পাশাপাশি ঋণের অর্থে কেনা গবাদি পশু-পাখির অসুস্থতা ও মৃত্যু ঝুঁকি কমিয়ে খামারিদের উন্নত পদ্ধতিতে গবাদি পশু-পাখির লালন-পালন, স্বাস্থ্য ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ, টিকাদান, খামারি বা খামারি পরিবারের প্রধান উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ও গবাদি পশু-পাখির মৃত্যুজনিতকারণে ঋণ ও সার্ভিস চার্জ মওকুফ ও লালন-পালন ব্যয় প্রদান করছে।

এই প্রকল্পের অধীনে হাতিয়া উপজেলার ১১টি ইউনিয়নে সাতহাজার খামারিকে এই প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। একইসাথে ৪১ টি ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্পের মাধ্যমে প্রায় বিশহাজার পশুকে টিকা দেয়া হয়। এছাড়া উন্নত খামার পরিদর্শনের মাধ্যমে খামারিরা একটা বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক খামার কীভাবে পরিচালিত হয় তা জানতে

হাতিয়ার একটি হাঁস মুরগীর খামার

পারছেন। ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্পের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ হয়ে অনেক খামারি নিজেরাই গবাদি প্রাণির টিকা দিচ্ছেন। সংস্থা এ পর্যন্ত ৬৩১৯টি পরিবারের মধ্যে ৩১ কোটি টাকার বেশি এই খাতে বরাদ্দ করেছে।

এ কার্যক্রমের সাথে সরকারের পশুসম্পদ বিভাগ কারিগরী সহায়তা প্রদান করছে।

৪. ক্ষুধামুক্তি ও দারিদ্র নিরসনে গবাদি পশু-পাখিখাতের অবদান

বাংলাদেশে গবাদি পশুপাখির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো গরু, মহিষ, ছাগল, ও ভেড়া, হাঁস, মুরগী, কবুতর ইতাদি। এগুলো যেকোন দেশের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ, কারণ এগুলো কৃষি কার্যক্রমের চালিকাশক্তি চামড়া ও সারের যোগান দেয় এবং জনসংখ্যার বৃহৎ অংশের জন্য মাংস, ডিম ও দুধের প্রধান উৎস।

পরিসংখ্যান অনুসারে মোট জাতীয় উৎপাদনের (জিডিপির) প্রায় ২.৯% যোগায় প্রাণিসম্পদ খাত এবং এটির বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ৫.৫%। বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় ২০ ভাগ মানুষ গবাদিপ্রাণি ও হাঁস-মুরগি পালন করে। মাংস, ডিম ছাড়াও, গবাদি প্রাণির চামড়া, হাড়, ও পালক ইত্যাদি বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের সহায়ক। প্রাণিসম্পদ ভূমিহীন মানুষের জীবিকার অন্যতম প্রধান অবলম্বন। বাংলাদেশের শতকরা ৮৩.৯ ভাগ পরিবার গবাদিপশু-পাখি প্রতিপালন করছে।

২০২৩ সালের মধ্যে দেশের ক্রমবর্ধমান প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির জাত উন্নয়ন এবং রোগ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে উৎপাদন দ্বিগুণ করার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে জিডিপিতে স্থিরমূল্যে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১.৪৪% জনসংখ্যার প্রায় ২০% প্রত্যক্ষ এবং ৫০% পরোক্ষভাবে প্রাণিসম্পদ খাতের ওপর নির্ভরশীল।

৫. সফলতা কী? আর কী করা যেতে পারে?

হাতিয়া উপজেলায় দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন, ডাঃ ওসমান গনি, উপ-সহকারি প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা। তিনি জানান, প্রাণিসম্পদের সম্প্রসারণ সেবার কার্যক্রম সরকারি ও বেসরকারি দুভাবেই এ অঞ্চলের দরিদ্র মানুষের দারিদ্র নিরসনে অবদান রাখছে। হাতিয়ায় এখন বড় বড় খামার তৈরি হয়েছে। যার মাধ্যমে কোরবানির সময় ছাড়াও দেশের সারাবছরের মাংসের যোগান তৈরি হয়েছে। দুধ, দই ও বিভিন্ন মিষ্টি তৈরি হচ্ছে, যা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যাচ্ছে।

দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা সরকারের পাশাপাশি হাতিয়া উপজেলায় ফ্রি ভ্যাকসিনেশনের ক্যাম্প করেছে। হাতিয়াতে বিদ্যুৎ এসেছে। এখন ভ্যাকসিন ফ্রিজিং করা ও কোল্ডচেইন মেনটেন করে এই সেবা আরও সম্প্রসারণ করার সুযোগ তৈরি হয়েছে।

তিনি আরও জানান, হাতিয়া উপজেলায় বর্তমানে গবাদিপ্রাণির ক্ষুরা রোগ, তরকা, বাদলা ও গলাফুলা রোগ বেশি দেখা যায়, এই রোগের ভ্যাকসিন বা ওষুধ সহজলভ্য

নিঝুম দ্বীপে সংস্থার ভেড়ার খামার

রয়েছে কিন্তু ল্যাম্পিং স্কিন ডিজিজের ওষুধ এখনও আসেনি তাই আমরা এটা পক্স এর ভ্যাকসিনেশন দিয়ে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করি। এছাড়া গবাদিপ্রাণিকে কৃমিমুক্ত রাখা একটা বড় চ্যালেঞ্জ এখানে। তবে প্রয়োজনীয় ভ্যাকসিন ও এ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে এসব রোগ মোকাবেলা করা সম্ভব। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তন, তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, ঘুর্ণিঝড় প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের উপর প্রভাব ফেলে।

উন্নত জাতের ঘাস যেমন, পারা, জার্মানি, নেপিয়ার ও পাকচং এর মতো গোখাদ্যের ব্যবস্থা করতে পারলে এই মাংস ও দুধের উৎপাদন দ্বিগুণ করা সম্ভব।

প্রাণিসম্পদের যথাযথ পরিচর্যা, স্বাস্থ্যকর পরিবেশে লালন পালন এবং প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাবার প্রদান দরিদ্র ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অবদান রাখছে। দেশের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় অভীষ্ট-১, দারিদ্র বিলোপ ও অভীষ্ট-২ এ যে ক্ষুধামুক্তির কথা বলা হয়েছে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের বাণিজ্যিক গোসম্পদ ফার্মিং বাড়াতে হবে। এজন্য উৎপাদিত পণ্যের বিপণন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। বাজেটে সম্প্রসারণ কার্যক্রমের জন্য বরাদ্দ বাড়াতে হবে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে কৃষি খাতে বাজেট বরাদ্দ আগামী অর্থবছরে টাকার অঙ্কে বাড়লেও খাতওয়ারি বরাদ্দের নিরিখে এবার কৃষিখাতে বরাদ্দ শতকরা দশমিক ৩৩ ভাগ কমেছে। ক্ষুধামুক্তি দরিদ্র মানুষের উন্নয়নের মূল লক্ষ্য। মানুষের ক্ষুধা নিরসন, সম্পদে অভিগম্যতা বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য পুষ্টিতে প্রাণিসম্পদ পালন সরাসরি অবদান রাখে।

বাংলাদেশে প্রতিবছর বিভিন্ন রোগব্যাধিতে ২০ শতাংশ গবাদিপশু মারা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, এসব রোগ প্রতিরোধের যথাযথ ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না। শুধু কার্যকরী টিকার অভাবে বছরে সাড়ে ৩ হাজার কোটি টাকার প্রাণিসম্পদ নষ্ট হচ্ছে। অন্যদিকে আমদানি করা কিংবা পাচার হয়ে আসা ভ্যাকসিনের গুণাগুণ পরীক্ষার জন্য মানসম্মত ল্যাব কি আমাদের আছে? এ ছাড়া এসব ভ্যাকসিন যে তাপমাত্রায় রাখা দরকার, তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাজারজাতকারী কোম্পানিগুলো মানে না। ফলে ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা নষ্ট হয়।

এ জন্য সুলভে খাদ্য, রোগবালাই দমনে গবেষণা, পরিচ্ছন্ন ফার্মিং, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সেবা সহজলভ্য করা। দেশে ও বিদেশে গবাদিপশু-পাখির মাংস, দুধ ও অন্যান্য উপজাত পণ্যের ব্রান্ডিং করা। আশার কথা, পিকেএসএফ, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইন্সটিটিউট-বিএলআরআই এ ব্যাপারে সক্রিয় রয়েছে। এ জন্য দরকার দেশের বাজারে অব্যাহত চাহিদা বজায় রাখা এবং কৃষকের প্রয়োজনীয় কারিগরি ও ঋণ সহায়তা বাড়ানো।

অধিপরামর্শ সভা

মানবিক সহায়তা ও স্থানীয়করণের যোগসূত্র অনুসন্ধান

জলবায়ু পরিবর্তনের সম্মিলিত পরিণতি ও রোহিঙ্গা সংকট দেশে চলমান মানবিক সহায়তা ও উন্নয়নের কৌশলগত উপায় অনুসন্ধানের লক্ষ্যে 'মানবিক সহায়তা ও স্থানীয়করণের যোগসূত্র' বিষয়ক একটি অধিপরামর্শ সভা গত ২৩-২৪ জুন ২০২৩ হোটেল সী প্যালেস কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সভার মূল উদ্দেশ্য ছিল, স্থানীয় অভিজ্ঞতা ও স্থানীয় জ্ঞান, দক্ষতাকে অধিকতর স্বীকৃতি দেওয়া এবং একটি স্থায়িত্বশীল সমাধানে পৌঁছানো। নাহাব (ন্যাশনাল এলায়েন্স অফ হিউম্যানিটারিয়ান এক্টরস্ বাংলাদেশ) এ পরামর্শ সভার আয়োজন করে। সভায় সভাপতিত্ব করেন নাহাবের সভাপতি ও দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক বীর মুক্তিযোদ্ধা মো: রফিকুল আলম।

ব্যবস্থাপনায় পরিচালনার যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যা পরে পুরো বিশ্বে একটি রোল মডেল হয়েছে। তিনি আরো যুক্ত করেন, এভাবে সমাজে নতুন প্রজন্ম বিশেষকরে কিশোর-কিশোরী, যুব-নারী পুরুষ সহ সকল বয়সের মানুষের মাঝে স্বেচ্ছাসেবার মনোভাব গড়ে তুলতে হবে।"

সভায় বক্তারা বলেন, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বাংলাদেশে ৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে আছে। ক্যাম্পের ভেতর তাদের উৎপাদনশীল কাজে সম্পৃক্ত করতে হবে। কারণ

সাহায্য নির্ভরতা ও অনিশ্চয়তা তাদের হতাশ ও অলস করে তুলতে পারে। কাজে জড়িত থাকার ফলে তাদের অপরাধমূলক কর্মকান্ডে জড়িত হওয়ার প্রবণতাও কমে আসবে।

বর্তমানে রোহিঙ্গাদের জন্যে তহবিল সংকট মোকাবেলায় দাতা সংস্থার সাহায্য

অধিপরামর্শ সভার অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

বাংলাদেশের উন্নয়ন ক্ষেত্রে তহবিল সংকট বা তহবিল হ্রাস এর প্রেক্ষিতে

মো: রফিকুল আলম বলেন, "যদিও বাংলাদেশ বৈশ্বিক চলমান সংকটের কারণে এই নতুন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। তবে এ প্রতিবন্ধকতা নিরসন অসম্ভব নয়।

তিনি ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) এর উদাহরণ টেনে বলেন, স্বাধীনতা পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক রেড ক্রস যখন তাদের কার্যক্রম সীমিত করতে শুরু করে তখন বঙ্গবন্ধু সিপিপি'র মতো স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে ১৯৭৩ সালের ২৮ জুলাই সিপিপি-কে বাংলাদেশ সরকার ও রেডক্রস সোসাইটির যৌথ

নির্ভরতা কমিয়ে স্থানীয় অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান, প্রযুক্তির মাধ্যমে এটা কিভাবে কমিয়ে আনা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়। তবে এক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার বিষয়টি নিশ্চিত করার কথা বলা হয়। যাতে একই প্রতিষ্ঠানকে বার বার প্রশিক্ষণ ও তহবিল প্রদান করা না হয়।

পরমর্শ সভায় আলোচক হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন ড. এহসানুর রহমান, উপদেষ্টা, নাহাব, সত্যব্রত সাহা, সাবেক সচিব, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যান বোর্ড ও সুমন এহসানুল ইসলাম, উপদেষ্টা, ইনসাইটস। এছাড়াও কক্সবাজারের ২১টি স্থানীয় সংস্থার নির্বাহী প্রধান ও প্রতিনিধিগণ সভায় অংশগ্রহণ করেন।

কেসস্ট্যাডি

''যদি একটা নিজের পুকুর থাকতো তবে এই খামারকে এক থেকে একশতে পরিণত করতে পারতাম''

''যদি নিজের একটা পুকুর থাকতো, যদি আর একটু জায়গা থাকতো, তবে আমি এই খামারকে এক থেকে একশতে পরিণত করতে পারতাম''। কথাগুলো বলছিলেন, নোয়াখালী সেনবাগ উপজেলার কদমপুর গ্রামের আসমা আক্তার (৩৫)।

উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর বিয়ে হয় আসমা আক্তারের। স্বামী ড্রাইভিং করছেন। দুই মেয়ে স্কুলে পড়ছে। হাঁসমুরগী, গরু নিয়ে তার বেশ সমৃদ্ধ পরিবার। কিন্তু এখানেই থেমে থাকেননি আসমা। স্থানীয় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে গবাদিপশু, পাখির টিকা দেয়ার দক্ষতা অর্জনের প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তিনি । এরপর নিজের খামারের পশুপাখির পাশাপাশি গ্রামের মানুষের গবাদিপ্রাণির টিকা দেয়ার কাজটি করছেন। বাড়িতেই গড়ে তুলেছেন গবাদিপ্রাণির ওষুধের দোকান। নিজের হাঁসের খামার ও গরুর টিকা দেয়ার পর প্রতিবেশীদের হাঁসমুরগীর টিকা দেয়ার কাজটি করছেন। গল্পটি সফল উদ্যোক্তা সেনবাগ উপজেলার কদমপুর গ্রামের মোসাম্মত আসমা আক্তারের।

প্রথমে পারিবারিক পর্যায়ে বাড়িতে হাঁস আর গরু পালন করতেন। পরে দ্বীপ উন্নয়ন

আসমা আক্তারের গরুর খামার

সংস্থার সহায়তায় শুরু করেন ছোট পরিসরে হাঁস ও গরুর খামার। এখন তার খামারে ৪০টি বেলজিয়াম ও খাকি ক্যাম্বল হাঁস ও ৮টি গরু রয়েছে। তার খামারের মূলধন এখন তিনলক্ষ টাকার অধিক। পরিবারের সবাই মিলেই এই খামারের দেখাশোনা করেন। নিজের বেকারত্ব দূর করে গ্রামের সকলের গবাদিপ্রাণির ডাক্তার হয়ে উঠেছেন তিনি।

আসমা আক্তার বলেন, দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার সহায়তায় আমি একটি গরু আর চারটা হাঁস থেকে আজকে ছোটখাট একটা খামার গড়ে তুলতে পেরেছি। হাঁসের ডিম ও গরুর দুধ বিক্রি করে আমি পরিবারের সকলের পুষ্টি ও বাচ্চাদের লেখাপড়ার খরচ চালাচ্ছি। প্রতিটি হাঁসের ডিম ২০টাকা করে এবং দুধ ৭০টাকা লিটার দরে বিক্রি হয়। এই থেকে মাসে প্রায় ২০ হাজার টাকা আয় হয়। এই টাকা দিয়ে আমি সন্তানদের মানুষের মতো মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের কৌশলগত ব্যবসায়িক কর্মপরিকল্পনা সভা অনুষ্ঠিত
সংস্থার কর্মসূচিকে পূনর্গঠন ও আরও বেশি আয়বর্ধন ও কর্মসংস্থানমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণ

দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার ২০২৩-২৪ অর্থবছরের কৌশলগত ব্যবসায়িক কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ১৫-১৭ জুন ২০২৩ ব্র্যাক লার্নিং সেন্টার কুমিল্লায় সংস্থার বার্ষিক ব্যবসায়িক পরিকল্পনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংস্থার কার্যকরী পরিষদের সদস্যবৃন্দ, উপদেষ্টামন্ডলীসহ সংস্থার প্রায় ৭০জন কর্মকর্তা এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

এবছরের মূল প্রতিপাদ্য ছিল, ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণসহ সংস্থার চলমান কর্মসূচিসমূহকে আয়বর্ধণ ও কর্মসংস্থানমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণ। এই সভায় সংস্থার রেইস প্রকল্প, কৈশোর কর্মসূচি, রেডিও সাগরদ্বীপ, হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা, মানব সম্পদ বিভাগের উন্নয়ন, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও মনিটরিং কার্যক্রমকে নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও সুপারভিশন করার কৌশল গৃহীত হয়।

চলতি অর্থবছরের রাজনৈতিক ও আর্থিক পরিস্থিতি, জলবায়ু পরিবর্তন ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যকে বিবেচনায় রেখে এই বছরের ব্যবসায়িক পরিকল্পনা করা হয়। সংস্থার চলমান মানবিক কর্মসূচিসমূহ যেমন, দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান, চিকিৎসা সহায়তা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পুর্নবাসন সহায়তা এ বছরেও কার্যকর রাখার সিদ্ধান্ত হয়। করোনাকালীন দূর্যোগের ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার জন্য বিল্ড ব্যাক বেটার-বিবিবি অর্থাৎ নতুন উদ্যোগে সকল কর্মকান্ডকে মানসম্মত ও টেকসই রাখার আহ্বান জানানো হয়।

কর্মপরিকল্পনা সভার অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

বার্ড, কুমিলা কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে তাদের ক্যাম্পাস পরিদর্শণ ও তাদের উন্নয়ন গবেষণায় ধারণা নেয়ার মাধ্যমে তিনদিনের এই কর্মযজ্ঞ সমাপ্ত হয়।

গ্রামীণ উদ্যোক্তা পরিচর্যা কর্মশালা
গ্রামীণ অর্থনীতিকে আরও সৃজনশীল, লাভজনক ও টেকসই করার কৌশল অনুসন্ধান।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে, পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে নানা প্রকারের দুর্যোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে যেমন- অতি বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, আকস্মিক বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়েছে উপকূলীয় অঞ্চল। কৃষি নির্ভর অর্থনীতির দেশগুলোতে পড়ছে এর বিরূপ প্রভাব। এই পরিবর্তনে জনসংখ্যার যে অংশটি সবচেয়ে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন, তারা হচ্ছে দরিদ্র জনগোষ্ঠী। পরিবারের প্রতিদিনের ব্যয় মেটাতে তারা হিমশিম খাচ্ছেন। বেশ কিছু পরিবার আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি করছেন। পরিবারের ভবিষ্যত নিয়ে তাদের কোনো পরিকল্পনা নেই। অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহ করার জন্য তারা বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে

কর্মশালায় দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার উপস্থাপনা

ঋণ গ্রহণ করেছেন। খুব কম পরিবারই আছেন যারা সন্তানের লেখাপড়া নিয়ে ভবিষ্যত পরিকল্পনা করছেন। এই তথ্যগুলো উঠে এসেছে গ্রামীণ উদ্যোক্তা পরিচর্যা অনুসন্ধান শীর্ষক একটি গবেষণায়।

গত ২১ জুন ২০২৩ হোটলে বেঙ্গল ব্লবেরি, গুলশানে আয়োজিত এ গবেষণার সার্বিক অংশীজনদের কর্মশালায় এ তথ্য উঠে আসে। উল্লেখ্য, লিভিং ডেল্টা রিসার্চ হাব যুক্তরাজ্যের ল্যাংকাস্টার ইউনিভার্সিটির একটি দীর্ঘমেয়াদি গবেষণা প্রকল্প। এ প্রকল্পের আওতায় হাতিয়া উপজেলার বুড়িরচর ও তমরদ্দি ইউনিয়নে মোট ৩০টি পরিবার নিয়ে এ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা এ গবেষণা কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে।

স্থানীয় যুবসমাজকে উদ্ভাবনীমূলক কার্যক্রমে যুক্ত করার মাধ্যমে কী করে মানুষের জীবিকার উন্নয়ন করা সম্ভব, সে বিষয়ে গভীর অনুসন্ধানের জন্য এই গবেষণা পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্পের অন্যান্য উদ্দেশ্য হচ্ছে, উন্নয়নে কিভাবে স্থানীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সাথে মিল রেখে হতে পারে; উন্নয়নে নদীমাতৃক অঞ্চলের সাধারণ মানুষের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা (বৈষম্য দূরীকরণ); পরিবেশগত ঝুঁকিপ্রবণ এলাকাগুলো সনাক্তকরণ এবং সেখানে স্থানীয় মানুষের জীবিকার পরিবর্তনের ধারা বিশ্লেষণ ও কীভাবে টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে সেই পরিবর্তনগুলো ভালোভাবে মোকাবেলা করা যায় সেটির খোঁজ করা।

এই গবেষণার উদিষ্ট পরিবারগুলোর তিনটি ধরণ হচ্ছে, ১.ভূমিহীন (দরিদ্র/হতদরিদ্র), ২. অল্প জমি আছে (অতি গরীব/ধনী নয়) ৩. মাঝারী থেকে বড় কৃষক। এছাড়া পরিবেশগত ঝুঁকিপ্রবণ এলাকাগুলো সনাক্তকরণের জন্য ১. অধিকতর পরিবেশ ঝুঁকি, ২. মাঝারী পরিবেশ ঝুঁকি, ৩. কম পরিবেশ ঝুঁকি এই তিন ধরণের ঝুঁকি বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।

পরিবারগুলোর জীবন-জীবিকা সর্ম্পকিত তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে একটি ডাইরি রাখা হয়। এই ডাইরিতে প্রতিটি পরিবার তাদের দৈনন্দিন জীবনের আয়, ব্যয়, ব্যতিক্রমী ঘটনা ও আনন্দের ঘটনাগুলো লিখে রাখেন। এই কর্মশালার ভেতর দিয়ে গ্রামীণ উদ্যোক্তারা তাঁদের ব্যবসা উদ্যোগটির নানান সম্ভাবনা, প্রতিবন্ধকতা ও এর উত্তোরণ কৌশল খুঁজে বের করেন এবং কীভাবে বাস্তবায়ন করবেন তার পথনির্দেশনা লাভ করেন।

সম্পাদনা পর্ষদ :
বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ রফিকুল আলম
মোঃ হুমায়ুন কবির সিকদার, অন্তরা তালুকদার
প্রকাশনায় : দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা,
প্রধান কার্যালয় : ২৪/৫ মল্লিকা, প্রমিনেন্ট হাউজিং, ৩ পিসি কালচার রোড মোহাম্মদপুর, ঢাকা- ১২০৭।
ই-মেইল : dus.eddus@gmail.com , dusdhaka@gmail.com
ফোন : +৮৮ ০২ ৪৮১১০৩৬২

নির্বাহী সম্পাদক : বাসন্তি সাহা
সহযোগিতা : পাপিয়া সুলতানা, তাছনিম বিনতে মুখলিছ, সাজনীন সিফাত
আঞ্চলিক কার্যালয় : শান্তি নিবাস, দেলোয়ার কমিশনার রোড, সোনাপুর, সদর নোয়াখালী
ফোন : +৮৮০ ৩২১ ৬৩২৩৫
ফাউন্ডেশন অফিস : ছৈয়দিয়া বাজার, হাতিয়া, নোয়াখালী।
মোবাইল : ০১৭১২৭০৮০৮৫

প্রতিবছর ১৪ হাজারের বেশি শিশু পানিতে ডুবে মারা যায়। এই মৃত্যু প্রতিরোধযোগ্য।
আসুন সবাই মিলে শিশুর নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করি।